গ্রন্থ পর্যালোচনা

উন্নয়নের অর্থনীতি, রিজওয়ানুল ইসলাম, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, জুলাই ২০১০, মূল্য ৩৭৫ টাকা, পৃষ্ঠা ২২০। আইএসবিএন ৯৭৮ ৯৮৪ ৮৮১৫ ৬৬ ৩।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশসমূহ প্রতিনিয়ত তাদের আর্থনীতিক কর্মকা ও নীতির মাধ্যমে একটি নিরন্ড়র প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন কর্মকা কে পরিচালনা করে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধিৎস্যু মনে প্রশ্ন জাগে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে এবং উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন অর্থনীতির ধারণা কতটা বিস্ড়ৃত? সকল অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশের জন্য কী একই ধরনের তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়? গত অর্ধশতকে উন্নয়ন ভাবনা যেভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে পরিশীলিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে ড. রিজওয়ানুল ইসলামের 'উন্নয়নের অর্থনীতি' বইটিতে তা সুবিন্যস্ড় ও সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটির মূল কাঠামো বিন্যাসে সন্নিবেশিত হয়েছে উন্নয়ন ভাবনার বিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়নের বিভিন্ন তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া। এ কাঠামো কেন্দ্রিক আলোচনায় দারিদ্র্য, অসাম্য, কর্মসংস্থান ও বিশ্বায়নের মতো বিষয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি মৌল ভিত্তি - কৃষি ও শিল্পের ভূমিকা, গ্রামীণ কৃষি বহির্ভূত কর্মকা ও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরন প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। বর্তমান বইটি এসব বিষয়ে রচিত মোট এগারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ড়। যদিও বিষয়ভিত্তিক ক্রমানুসারে প্রতিটি অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তথাপি মোটা দাগে উন্নয়ন বিষয়ভিত্তিক বর্ণনাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: অর্থনীতির কারিগরি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপভেদ, উন্নয়নকল্পের মৌলিক ভিত্তি খাত সমূহ, বিশ্বায়ন ধারণায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক উন্নয়ন ভাবনার বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মূলত উন্নয়নশীল দেশ সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন এবং উন্নত এবং অনুন্নত দেশ সমূহের মধ্যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি ভিত্তিগত পার্থক্য খোঁজার প্রয়াস দেখা যায়। উন্নয়ন পরিমাপের ব্যাপক প্রচলিত মাথাপিছু আয় ধারণা ও ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তির (PPP) যৌক্তিকতা সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন নীতির প্রাথমিক প্রভাব এবং তার ভূমিকার ব্যাপকতায় কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (SAP), দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র (PRSP) ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDG) কীভাবে সমন্বিত আছে তাও চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উন্নয়ন ধারণায় প্রবৃদ্ধির সূত্রপাত কিভাবে এবং প্রবৃদ্ধির ধারণা অর্থনীতির তত্ত্বসমূহে কিভাবে আবর্তিত হয়েছে তার যোগসূত্রও এই অধ্যায়ের একটি গুর ত্বপূর্ণ সংযোজন।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় বিষয়ভিত্তিক দিক দিয়ে খুবই কারিগরি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় এ দুটি অধ্যায়ে একটি দেশের মোট বা মাথাপিছু উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধি কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের (যেমন মার্কসের স্ড়র তত্ত্ব, রস্টোর স্ড়র তত্ত্ব, হ্যারড-ডোমার মডেল এবং সলো মডেল) পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিশেণ্ডষণকারী উলেণ্ডখযোগ্য তত্ত্বসমূহের (যেমন দ্বৈত অর্থনীতির তত্ত্ব: লুইস এবং ফেই ও র‍্যানিস মডেল, টোডারোর গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন মডেল এবং কাঠামোগত

পরিবর্তনের তত্ত্ব) আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়া তত্ত্বের সাথে কিছু পরিমাপের বর্ণনা ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তত্ত্বসমূহের প্রায়োগিকতা সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের তত্ত্বের আলোচনাটি আরেকটু বিস্তৃত হলে ভালো হতো। চতুর্থ অধ্যায়ে আয়ের বণ্টনে অসাম্য পরিমাপের পদ্ধতি, আয় বণ্টনে অসাম্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যোগসূত্র, দারিদ্র্য ধারণা ও পরিমাপের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের একটি উলেণ্টখযোগ্য দিক হলো পরিশিষ্ট সংযোজন। এতে সহজবোধ্যভাবে জিনি সহগ ধারণা ও পরিমাপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা থেকে পাঠকরা উপকৃত হবেন। এ অধ্যায়ের আয়ের বণ্টনে অসাম্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যোগসূত্রের ব্যাখ্যাটি আরও বিশদ ও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

বইটির পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে কর্মসংস্থানের ভূমিকা ও এ প্রেক্ষিতে এশিয়ার কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতার উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা উন্নয়ন ভাবনা প্রসূত কর্ম-পরিকল্পনার ধারা কি ছিল এবং কোন তৎ-পূর্ববর্তী উন্নয়ন কৌশল পরিচালিত হচ্ছিল তার স্বপক্ষের যুক্তি সমূহ সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। এ ছাড়া বিকল্প কৌশলের আবির্ভাব কেন প্রয়োজন তাও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু অধ্যায়টিতে এশিয়ার বৃহৎ ও সফল রাষ্ট্রগুলোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা বইটির মাত্রা/গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। ফলে পাঠক খুব সহজেই সামগ্রিক ভিত্তিতে গত কয়েক দশকের উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্যের বিষয়ে একটি পরিমাপক ধারণা পাবেন।

বইটির ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে উন্নয়ন অর্থনীতির বহুল আলোচিত সনাতনী বিতর্ক-কৃষি ও শিল্পের তুলনামূলক গুরুত্বের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির পথে কৃষি ও শিল্পের অবদান বাস্তব অভিজ্ঞতায় কি ছিল এবং তা কোন কোন পর্যায়ে তত্ত্বগত ধারণার সাথে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সে বিষয়টি বিশ্বের কিছু দেশ ভিত্তিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যা এই আলোচনাটিকে সংহত করেছে। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের অবদানের তুলনায় কৃষি খাতের কৃষি উৎপাদিকার ধারণা ও এর গুরুত্বকে উদাহরণের মাধ্যমে সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সমসাময়িক অভিজ্ঞতা থেকে খাদ্য নিরাপত্তা সংশিণ্টষ্ট কৃষির গুরুত্ব, কৃষির প্রবৃদ্ধি ও সর্বোপরী উন্নয়নের সার্বিক ধারণায় সন্নিবেশনের যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কিত যৌক্তিকতা লেখক প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন। তবে এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংজ্ঞাটি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে শিল্প খাতের গুরুত্ব প্রমাণে তত্ত্বভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আন্তর্দেশীয় উপাত্তভিত্তিক গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের মাধ্যমে সে তত্ত্বের সামঞ্জস্যতা ব্যাখ্যার কৌশলটি চমকপ্রদ। লেখক প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তত্ত্বের পর এই কৌশলটি পুরো বইয়ে প্রয়োগ করেছেন তবে সাধারণ পাঠকের জন্য এ অধ্যায়ের কৌশলটি উপকারী হবে। শিল্পায়নের কৌশল নিরূপণে রপ্তানিমুখী নীতির প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব তা অষ্টম অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে এসেছে। শিল্পায়নের কৌশলের ক্ষেত্রে পরিপার্শ্বিক বাস্তব ভিত্তিতে যে কৌশল নির্ধারণ যৌক্তিক এবং রপ্তানিমুখী নীতির প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব যে কাম্য নয় তা লেখক নিজের মতামত দ্বারা স্পষ্ট করেছেন। লেখকের ভাষায়: "...ভাল হতো যদি প্রত্যিক দেশ একটি সাধারণ ছাঁচের পরিবর্তে নিজেদের অবস্থার সাথে মানানসই করে আমদানি

প্রতিস্থাপন ও রপ্তানিকরণের সমন্বয়ে একটি সুষম ও বাস্তবধর্মী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারতো।"

মাত্রাগত দিক দিয়ে বইটির সপ্তম, নবম ও দশম এ তিনটি অধ্যায় মূল্যবান সংযোজন। সপ্তম অধ্যায়ে গ্রামীণ কৃষি বহির্ভূত কর্মকান্ডের ভূমিকা, প্রকৃতি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে তাদের কার্যকারিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত হলেও অনুসন্ধিৎসু উদ্দীপক তবে গ্রামীণ কৃষি বহির্ভূত কর্মকান্ডের আলোচনা আরও বিস্তৃত পরিসরে হলে ভালো হতো। নবম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়নকে ব্যাখ্যা ও সে প্রেক্ষিতে এর বিভিন্ন উপাদানের (যেমন পণ্য বাণিজ্য, অর্থ ও পুঁজির আন্তর্দেশীয় প্রবাহ এবং শ্রমের আন্তর্দেশীয় গমনাগমন) গতিধারা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তা ছাড়া পুঁজির আন্তঃদেশীয় প্রবাহ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম চলাচল ধারণাটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে বর্তমান উন্নয়ন প্রবণতার অনেক ধারণাকে বেশ সহজভাবে তুলে ধরবে।

দশম অধ্যায়ে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাকের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনার পাশাপাশি তাদের কার্যক্রম ও ভূমিকা নেয়ে বিতর্কের কারণ খোঁজার প্রয়াস দেখা যায়। বস্তুত লেখক পেশাগতভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থায় অনেক দিন দায়িত্ব পালন করার পরও খুবই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে এ অধ্যায়ে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রমের যে মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন তা পাঠকদের এই দুটি সংস্থার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও কর্ম পদ্ধতির রূপায়ন বুঝতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। বস্তুত অতিসংক্ষেপে ও সহজভাবে এ সংস্থার দুটির সাফল্যও ব্যর্থতার মূল্যায়ন যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

বইটির অন্যতম মূল আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে একাদশ অধ্যায়। এ অধ্যায়ে সুবিন্যস্তভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরন অর্থাৎ কি ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও আয়ের অসম বন্টনের মেল বন্ধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান সহায়ক কিনা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। বইয়ের শেষ অংশে অধ্যায়টি সংযুক্ত করে লেখক বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও বিষয়জ্ঞানের উপস্থাপনে তার দক্ষতা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশ সম্পর্কিত আলোচনাকে শেষ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে একজন সাধারণ পাঠকের মধ্যে স্বভাবজাত জিজ্ঞাসার ধারাকে ক্রমান্বয়ে পরিশীলিত করে চূড়ান্তভাবে অনুসন্ধিৎসার সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

পাঠকের চাহিদা সম্পর্কে লেখকের যে সঠিক ধারণা রয়েছে তার প্রতিফলন ঘটেছে বইটিতে। এটি মূলত ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীকে উপজীব্য করে লেখা হয়েছে। তবে বইটি যে পাঠ্যপুস্তক নয় সে বিষয়ে তিনি যেমন মুখবন্ধে উলেণ্টখ করেছেন তেমনি ছাত্র, শিক্ষ ও গবেষকদের জন্যও এ বইয়ে যে রসদ রয়েছে তারও উলেণ্টখ করেছেন। লেখকের ভাষায়: "অর্থনীতিবিদ, ছাত্র, শিক্ষক এবং গবেষক বাদেও এমন অনেকই রয়েছেন, যারা উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করেন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত, অথবা উন্নয়ন সম্পর্কে ভাবেন। বর্তমান বইটি এমন একটি পাঠক গোষ্ঠীর কথা মনে রেখে লেখা হয়েছে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, ছাত্র, শিক্ষক বা গবেষকদের জন্য এই বইয়ে কিছুই নেই।"

এই বইয়ের একটি আকর্ষণীয় দিক হলো প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে পাদটীকা ও সহায়ক গ্রন্থের তালিকা সংযোজন, যা অনুসন্ধিৎস্যু পাঠকের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। পাঠকের সুবিধার্থে বইয়ের

শেষে পরিভাষার তালিকা সংযোজন এ বইটির আরেকটি আকর্ষণীয় দিক। নির্ঘণ্ট সংযোজন করা হলেও তা বিস্তারিত নয়। অনেক মূল শব্দ বাদ পড়ে গেছে। নির্ঘণ্টটি আরও যত্ন নিয়ে করা যেত।

এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় সুলিখিত। লেখকের বক্তব্য যেমন স্পষ্ট তেমনি ভাষা সহজ ও সাবলীল। অর্থনীতির সমস্যা ও সম্ভাবনা অর্থাৎ উন্নয়ন অর্থনীতির উপর সহজ ভাষায় মানসম্মত এ ধরনের রচনা বাংলা ভাষায় খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে।

মোদ্দা কথা, বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও গভীরতা, তথ্য বিন্যাস ও বিশেণ্ডষণে এই বইটি বাংলা ভাষায় অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে একটি উলেণ্ডখযোগ্য সংযোজন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। লেখকের দীর্ঘ দিনের চিন্তা ও পরিশ্রমের ফসল এই বইটি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও সাধারণ পাঠক তথা সর্বস্তরের পাঠকের কাছে সমাদর পাবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

মোহাম্মদ ইউনুস
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো